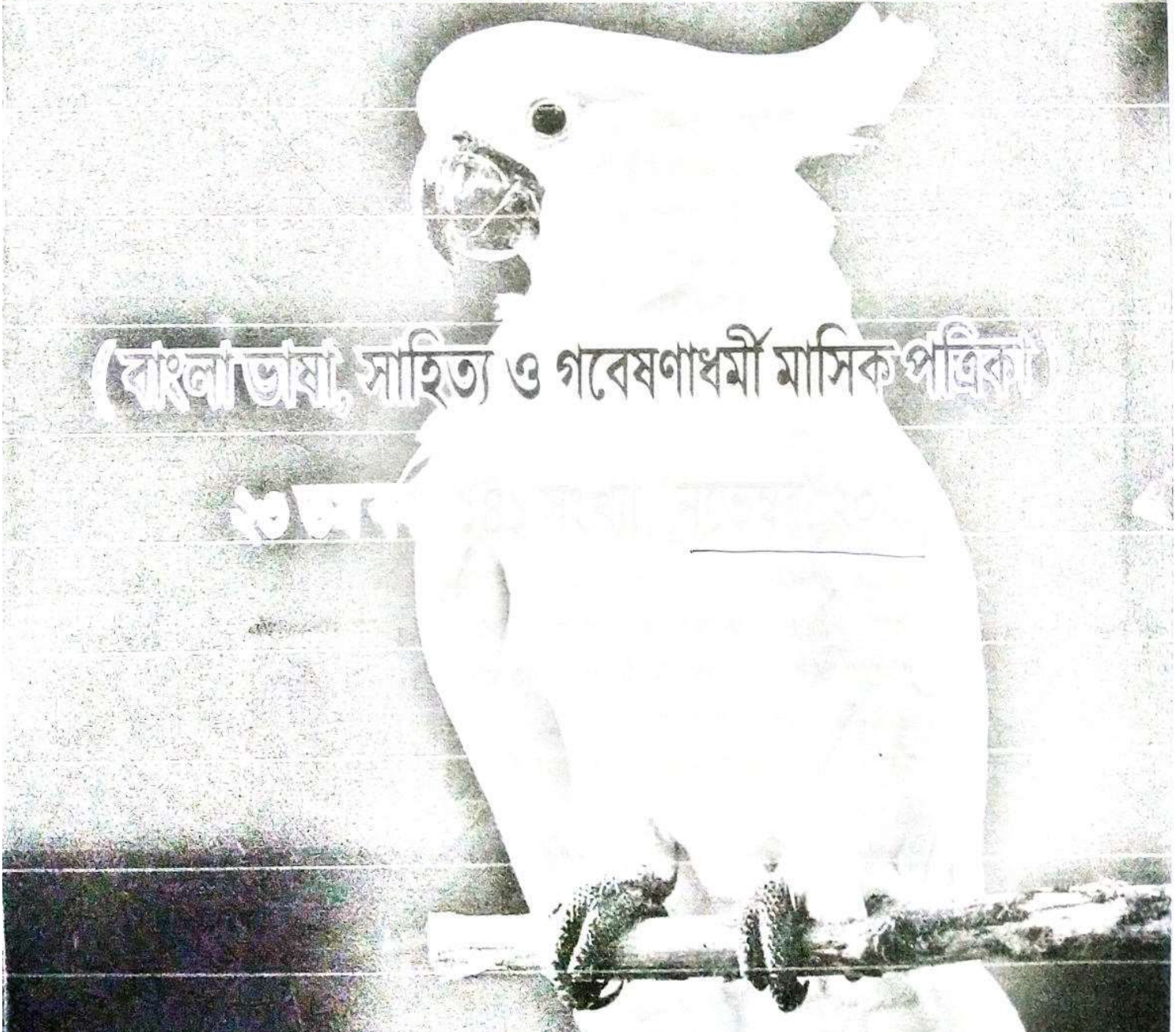

(UGC-CARE [illegible])

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

সম্পাদক

ড. মদনমোহন [illegible]

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ
রাজা রামমোহন রায় ও বর্তমান সমাজ

সরোজ কুমার সরকার

সার সংক্ষেপ :

আগামী বছর ২০২২ সাল রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০ তম জন্মবার্ষিকী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন ২৫০তম জন্মজয়ন্তী সারা ভারতে পালন করা হবে, রামমোহনের ভাবনা ও কর্মধারার মূল্যায়ণে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দ্বিশত বৎসর পরেও তিনি আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনে, চিন্তা চেতনা ও মানবিকতার ক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক তা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। তিনি বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ। মহৎ সমাজ সংস্কার, বহু ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, ভারতের প্রথম নারীবাদী ও একজন মানবতাবাদী।

প্রতিপাদ্যবিষয় :

রাজা রামমোহন রায় বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ। ইউরোপের নবজাগরণের ক্ষেত্রে সেই দেশের শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তিনিষ্ঠা ভাবনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জীবন পদ্ধতি, প্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদী ভাবনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। রামমোহন রায়ের ভাবনা ও কর্মে ইউরোপের নবজাগরণের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ধর্মকে কেন্দ্র করেই আমাদের নবজাগরণের আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধর্ম কেন্দ্রীক ভারতবর্ষে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মান্দলোনের মূল উদ্দেশ্য হল একটি সুস্থ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা, এই সত্য ভূলে ধর্মের বহিরঙ্গ আলোচনায় এবং বিভিন্ন ধর্মের তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণে মত্ত ছিল মধ্যযুগীয় ধর্ম বেত্ত্বাগণ। পুরোহিত তন্ত্রের প্রাধান্য ও তাদের বেদ ও শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা, নানা আচার বিচার, কুসংস্কার জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা ছিল একমাত্র লক্ষ্য। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন, পরে তা ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়। তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যায়ণ করে উপলব্ধি করেন 'একেশ্বরবাদী' ধারণা। তিনি ইসলাম, খ্রীষ্টানধর্মের সঙ্গে বেদান্তের মিলন ঘটিয়েছেন। তিনি বহুধাবিভক্ত হিন্দুধর্মের সংস্কার করে বেদান্ত ধর্মকে জাতিয় ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম চিন্তার মূল কথা হলঃ এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, মানবপ্রীতি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার অঙ্গ, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক এবং অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বিষসমূহের অসারতা এবং নিরাকার ঈশ্বরকে পৌত্তলিকতা ও অথহীন আচারে আবদ্ধ না করা।[১] তিনি তাঁর ব্রাহ্মসভাকে সকল ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।